

কে হয় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(১৪)

বেশ ব্যস্ততাতেই চলে গেলো অনেকটা দিন । একেতো জায়গা বদলের ধাক্কা , তার পর কিছু ধারাবাহিক পারিবারিক দুর্ঘটনা ধারাবাহিক হৃদয় খুঁড়াখুড়িতে কিছু দিনের জন্য হলেও বিরতি টেনে দিয়েছিলো । আর এতে ক্ষতির চেয়ে লাভই হয়েছে বেশি ফকিরের কেরামতির মতো । কিছু পাঠকের অব্যাহত ই-মেল আর পরিচিত জনের টেলিফোনে নিজেকে যে বেশ জনপ্রিয় জনপ্রিয় মনে হচ্ছিলো , লজ্জা শরমের মাথা না খেয়েই সেটা বলা যায় । আবারো মনে হলো আমার মতো এক হরিপদ কেরানীর লেখালেখিও প্রবাসের অসংখ্য মানুষ আগ্রহ নিয়ে পড়ে প্রবাসের এতো কঠিন কঠোর চরম অনিশ্চিত জীবনের টানা পোড়নের মধ্যেও । কথায় আছে না টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে , আর পৃথিবীতো আজ মানুষের আঙুলের চাপের আয়ত্বে । তাই তো আমাদের সবার প্রিয় বজলু ভাইয়ে (সংবাদের সম্পাদক) মৃত্যু সংবাদ বারডেমের বারান্দার বাইরে পৌঁছনের আগেই কানাডাসহ বিশ্বের সবখানে পৌঁছে যায় । তাই তো অসংখ্য সুসংবাদের মতো ভয়াবহ দুর্ঘটনাও অন্য গোলাধ থেকে গোচরে আসে নিমিষেই । তথ্য জানার যেমন একটা ভাল দিক আছে - আবার তেমনি আছে ভয়াবহ আরেকটা খারাপ দিকও । আর সেটা হলো - নিজে কিছু করতে না পারার অনুশোচনা । সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপার থেকে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিই বা করার থাকে প্রিয়জনের কোন দুঃসময়ে । মৌনতার মতো নিষ্ক্রিয়তাও কোন কোন সময় নিজেকে “তৃণ সম ” দহন করে । এই দীর্ঘদিনের প্রবাস জীবনে সেইটাই অসংখ্যবার মনে হয়েছে কখনো নিজের, কখনো অন্য কোন বন্ধু-বান্ধবের ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে । আর তাই তো ঘনিষ্ঠ কেউ দেশে যাচ্ছেন শুনলেই কেমন এক অজানা আশঙ্কা মনের ভেতর ছায়া ফেলে । কোন দুসংবাদ নয়তো !

আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগেও যে সংবাদটা আসতো কালেভাদ্রে -- কোন বন্ধুর বাবা মায়ের মৃত্যু সংবাদ । আজকাল সেটা আসে হরহামেশাই । এই প্রসঙ্গ শুনে আমার আরেক বেরসিক বন্ধু বললো, বাঁচো আরও বছর কুঁড়ি খানেক - বাবাদের নয় নিজেদের মৃত্যু সংবাদ নিয়েই আসবে সবাই । আমি অন্তত অত সহজে হাল ছেড়ে দিতে রাজি নই । বানপ্রস্থের আগেই সর্বোচ্চ গড় আয়ুর দেশ জাপানে পাড়ি দিতেও প্রস্তুত । প্রবাসীর আর দেশ কী?

সেই যে আগেই বলেছি , পায়ের নিচে রেখেছি সর্ষে দানা । কখনো মাধ্যাকর্ষণে, কখনো ঠেলে-ধাক্কে যতদূর গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায় নিজেকে এই সুন্দর ধরাধামে । আমরা যারা “ওপরওয়ালায়” বিশ্বাসী নই তাদের আবার মহাসঙ্কট । জীবন একটাই । তাই সময়ও বড় সীমিত । হর-পরী , মনি-মানিক, হীরে-জহরৎ, গান-বাজনা, ভাল-মন্দ , দেনা-পাওনা যার যা ইচ্ছে , সবকিছু সেরে নিতে হবে এই ইহলোকেই ।

আমাদের বুয়েট জীবনের অনেক বন্ধুই তাবলিগ জামাতে সক্রিয় ছিলো । আর এর মধ্যে আমাদের কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো - যাদের নিয়ে আমরা সারাক্ষণই নানা দুষ্টমি করতাম । এই যেমন কারো নামের শেষে একটু সুর

লাগিয়ে ডাকতাম ওয়াজের মতো করে। তেমনি এক বন্ধুকে কিছুতেই নাচ-গান শুনাতে পারতাম না। কারণ সেই পরলোকের হাতছানি। পরলোকের অনন্ত জীবনব্যাপী যে হুর-পরীর নৃত্য-সংগীত তা থেকে কিছুতেই বঞ্চিত হোতে রাজি নয় - এই সীমিত নশ্বর জীবনের দু'দিনের এই নাচ গান শুনে। উলটো আমাদেরকেই ছবক দিতো। একটা গাছের পঞ্চগন্না হাজার ডাল। সেই পঞ্চগন্না হাজার ডালের প্রতিটিতে পঞ্চগন্না হাজার পাতা। আর প্রতিটি পাতা থেকে পঞ্চগন্না হাজার সুর একটি সম্মিলিত সুর-লহরিতে বেজে চলেছে অসংখ্য হুর-পরীর নাচের সাথে। তার কাছে কি নস্যি নয় এই সব ক্ষণস্থায়ী নাচ-গান? এক পারলৌকিক জেল্লায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো তাবলিগ জামাতের সেই বন্ধুটি।

তাই মাঝে মাঝেই আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি উধাও বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা তাবলিগ জামাতিদের সাথে। একবার খুব ভোরে সেই বন্ধুটির আগমন। হাতে বিছানা-পত্তর লোটা-ঘটি। কি ব্যাপার, মাত্র গতরাতেই তো বেড়িয়ে গেলো ও। না কিছুতেই বলবে না। আমরাও নাছোড় বান্দা। জানি, ও কিছুতেই মিথ্যে বলবে না। অনেক চাপা চাপিতেও শুধু মুচকি হাসে। আমরা আরও চেপে ধরি। শেষ মেষ বলে গতরাতে স্বপ্নে হুর-পরী দেখে যত না-পাক কান্ড-কারখানা কথা।

আর স্বর্গ বা বেহেশতের কথা না হয় বাদই দিলাম। নিতান্ত পাপের ফলে পূনর্জন্মও যদি হয় হিন্দু ধর্মীয় মতে, তবে সেটা যে রাজা-বাদশা-উজির-নাজিরের ঘরে হবে না সেটাও হলফ করে বলা যায়। তাই পরকালের আশাও ফক-ফকা ধূসর। নিতান্তই নেড়ি-কুত্তা হয়ে জন্মে অলিগলিময় ঘুরে বেড়ানোর যদিও একটা নিয়মানের সম্ভাবনা থাকবে, যদি না জার্মান শেফার্ড কিংবা অন্য কোনও নামি দামি প্রজাতি হয়ে জন্ম না নেই। কেননা, তখন তো চার দেয়ালের ভেতর কোন মেম সাহেবের বুকুর ওম নিতেই প্রাণ হা-পিপ্তিস। আর এই ঘোর বাদামী রং যের বাঙালী চেহারার যে এতোটা পরিবর্তন অবৈজ্ঞানিক “ওপরওয়ালায়” করতে পারবেন সে সম্ভাবনাও খুব ক্ষীণ। তাই যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই আশ। যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণই যান।

কালের আবর্তে তাই শ্বেত-শুভ্র তুষার প্রান্তর থেকে সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পাদপীঠ নায়েগ্রা ফলসে ডেরা বাঁধলাম আবার। যদিও অসংখ্য মানুষের জঞ্জালে নৈসর্গিক সৌন্দর্য হারানো নায়েগ্রা ফলস আমাকে টানে নি অনেক আগে থেকেই।

(চলবে)

॥ মার্চ ১, ২০০৮ ॥ নায়েগ্রা ফলস, কানাডা ॥